দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নকল প্রতিরোধের ছোঁয়া পড়েনি

অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে প্রতি বছর সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়

শাহজাহান শুভ

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নকলের বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেকাংশে সফল হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নকল প্রতিরোধের ছোঁয়া তেমনভাবে পড়েনি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো নকল করে পাস করার প্রবণতা রয়েছে। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নকলের দায়ে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে প্রতিবছর সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা ক্লাস পরীক্ষায় একের অধিক বছর অংশগ্রহণ করতে না পেরে শাস্তির মেয়াদ শেষে আর পড়াশোনায় ফিরে আসতে পারেন না। ফলে প্রতিবছর ঝরে পড়ে বিরাট সংখ্যক মেধাবী মুখ।

দেশের উচ্চ শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অপরাধে প্রতিবছর শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হন। তবে বহিষ্কারের হার বিগত কয়েক বছরে অনেক কমেছে। কিন্তু অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নকল প্রবণতা ভাবিয়ে তুলেছে দেশের শিক্ষানুরাগীদের। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, ইনস্টিটিউট, উপাদানকল্প কলেজ এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করতে গিয়ে গত এক যুগে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কৃত হয়েছে ৬ হাজার ৭৫৫ জন। যার মধ্যে গত ৪টি শিক্ষাবর্ষে বহিষ্কৃত হয়েছে মাত্র ৩৯৮ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে বহিষ্কৃতের সংখ্যা ৯৬ জন, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে ৭৪ জন, ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে ১১৬ জন, ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে বহিষ্কৃতের সংখ্যা ১১২ জন।

বহিষ্কৃত এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প মেডিকেল কলেজ এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহের। এমবিবিএস পাস করে ডাক্তার হতে যাওয়া অথবা ল কলেজ থেকে পাস করে আইনজ্ঞ হতে যাওয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও এ প্রবণতা নিতান্ত কম নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রী অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয়।

সর্বশেষ ১৭ মে অনুষ্ঠিত শৃঙ্খলা পরিষদের সভায় পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন এবং শিক্ষকদের সঙ্গে অছাত্রসুলভ আচরণের দায়ে ৪৭ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৬ জন মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ও নার্সিং কোর্সের পরীক্ষার্থী। এছাড়া গার্হস্থ্য অর্থনীতির ৪ জন, আইবিএ'র ১ জন, বাকি ২৯ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী।

এসব শিক্ষার্থীদের ৪১ জনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ২ জনকে ২ বছর এবং ১ জনকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ মুনীর খসরুকে অশালীন ভাষায় ই-মেইল পাঠানোর দায়ে মোঃ ইফতেখার হাসান (এমবিএ, ব্যাচ নং-৩৯, রোল নং-৬, নৈশ প্রোগ্রাম)কে আজীবনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাকি ২ জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসদুপায় অবলম্বনের কারণে বহিষ্কারের হার কমে আসলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। বিশাল বিশাল পরীক্ষার হলে গার্ড হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষকরা অধিকাংশ সময়ই সামনের টেবিলে বসে গল্প করেন। ফলে পরীক্ষার্থীরা নকল অথবা দেখাদেখি করার যথেষ্ট সুযোগ পায়। তাছাড়া ইন-কোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষার সময় শিক্ষকরা তেমন গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরীক্ষার সময় শিক্ষকরা অসদুপায় বলতে শুধুমাত্র নকলকে প্রতিহত করেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা অনেক সময় নকল করেও পার পেয়ে যায় এবং পরস্পরের খাতা দেখাদেখি করে লেখে। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে খাতা বদল হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। বাথরুমে বই বা খাতা রেখে এসে পরীক্ষা চলাকালীন বাথরুমে গিয়ে বই দেখে আসাটাও বিশ্ববিদ্যালয়ে নকল করার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। তাছাড়া শিক্ষকরা অনার্স ফাইনাল ইয়ার অথবা মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের দয়াপরবশ হয়ে বহিষ্কার করেন না বলেও জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনার্স, মাস্টার্স পর্যায়ে নকল প্রবণতা প্রসঙ্গে ইনকিলাবকে বলেন, অধ্যয়নের প্রতি অনীহা, চাকরির অনিশ্চয়তা পরীক্ষার্থীদের হতাশ করে ফেলেছে, তাই তারা পরীক্ষায় পাস করার তাগিদে নকলের সহায়তা নেয়। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার কারণ খুঁজে বের করে এর সমাধান করা জাতির স্বার্থে খুব প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, আগের তুলনায় এখন নকল প্রবণতা অনেক কমেছে। আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে এটা শূন্যের কোটায় নেমে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. আকা ফিরোজ আহমেদ বলেন, অভিযুক্তদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি ভোগ করতে হয়। তবে উচ্চ শিক্ষায় এ প্রবণতা চিরতরে দূর হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও নকলের প্রবণতা কম নয়। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অনেক কলেজে অনার্স, মাস্টার্স পর্যায়ের পরীক্ষায় এখনো নকলের মহড়া চলে। অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময় বাইরের কোন পর্যবেক্ষক থাকেন না। ফলে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। নকল তো পরের কথা, পরীক্ষা না নিয়ে সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যেভাবে নকল প্রতিরোধ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নকল এড়াতে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যেভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে নকল দূর করার চেষ্টা করা হয় অনার্স, মাস্টার্স বা ডিগ্রি পরীক্ষায় তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে নকল নামক ব্যাধিকে দূর করার যে অভিযান চলছে উচ্চ শিক্ষা তার বাইরে নয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নকল দূর করতে হলে প্রথম পদক্ষেপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই নিতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা